ঢাকা নগর পরিবহন পাইলটিং সংক্রান্ত যৌথ উদ্যোগ চুক্তি (জেভিএ)

সংযুক্তি-১-এ উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্যে *০০/০০/*২০২১ তারিখে এই যৌথ উদ্যোগ চুক্তি জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট (জেভিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

যেহেতু, সংযুক্তি-১-এ উল্লিখিত সদস্যগণ সকলে পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত এবং বর্তমানে ঢাকায় পরিবহন ব্যবসা পরিচালনা করছেন;

যেহেতু, সদস্যগণ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধীনে ভবিষ্যতে কোম্পানী ভিত্তিক বাস পরিবহন সেবা পরিচালনার উদ্দেশ্যে মালিকদের একক সংগঠনের অধীনে পাইলটিং এর জন্য একটি যৌথ উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে একমত হয়েছে।

যেহেতু, সদস্যগণ এই যৌথ উদ্যোগ চুক্তিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে পাইলটিং'র উদ্দেশ্যগুলো সফল করতে ইচ্ছুক।

যেহেতু সদস্যগণ 'বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি' দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'পাইলট রুট' এর অধীনে যাত্রীদের সর্বোচ্চ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা, যাত্রাপথে পরিচালিত বাসের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও যৌথভাবে বাস পরিচালনা সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সেহেতু, পূর্ববর্তী আলোচনা, প্রতিশ্রুতি ও সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তি অনুযায়ী সদস্যগণ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে একমত হয়েছেঃ

১) গঠন

এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীনে ঢাকা নগর পরিবহন শিরোনামে পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে যার নিবন্ধিত ঠিকানাঃ_____। সকল সদস্যের জন্য এই যৌথ উদ্যোগ চুক্তির শর্তসমূহ সমভাবে প্রযোজ্য। কোনো পরিস্থিতিতেই সদস্যগণ এই যৌথ উদ্যোগ চুক্তিটিকে কোন অংশীদারিত্ব বা অন্য কোনরূপ আন্তঃচুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে না।

২) উদ্দেশ্য

যৌথ উদ্যোগ চুক্তিটির অধীনে ঢাকা মহানগরের ঘাটার চর থেকে গুলিস্তান/মতিঝিল হয়ে কাচপুর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট রুটে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'ঢাকা নগর পরিবহন' শিরোনামে পাইলটিং বাস সার্ভিস পরিচালিত হবে।

৩) যৌথ উদ্যোগে সদস্যগণের অবদান

সদস্যগণ যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীনে নিম্নোক্ত অবদানসমূহ রাখার ব্যাপারে একমত হয়েছেঃ

ক) নিজস্ব মালিকানাধীন এবং বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির অনুমতিপ্রাপ্ত বাস পরিচালনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, এই পাইলট রুটে কেবল ফিটনেস এবং ইকোনোমিক লাইফসম্পন্ন বাস বিবেচিত হবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বাসগুলিকে মেরামত বা পুর্নগঠন করতে হবে।

খ) সদস্যগণের মালিকানাধীন বাসের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক সদস্যের অংশীদারিত্ব আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে।

গ) সদস্যগণ নিজেদের মালিকানা/ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিষদের মাধ্যমে বাস পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবে।

ঘ) তফসিলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হবে যেখানে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ জমা হবে।

ঙ) যৌথ উদ্যোগ চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য যদি অর্থের প্রয়োজন হয় তবে সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে তা বিনিয়োগ করবে।

চ) সদস্যগণ নিজেদের মালিকানাধীন বাস নিজ খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

ছ) কোন সদস্যের বাস পরিচালনাকালে নষ্ট হয়ে গেলে তার দায়ভার উক্ত সদস্য বহন করবে এবং যে সময়কাল বাস নষ্ট থাকবে সে সময়ের মুনাফা প্রাপ্য হবে না।

৪) মুনাফা বন্টন

যৌথ উদ্যোগ চুক্তিবদ্ধ সদস্যগণের মাঝে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে যাবতীয় মুনাফা বন্টন করা হবে। এই মুনাফা বন্টন নির্দিষ্ট সময় পর পর (প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ) সম্পন্ন করা হবে যা ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। কেবলমাত্র ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এই মুনাফা বন্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। যথাযথভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুনাফা বন্টনের হিসেব সংরক্ষিত হবে।

৫) ব্যবস্থাপনা

৫.১ চুক্তিবদ্ধ সদস্যগণ কর্তৃক যৌথ উদ্যোগ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে একটি _____ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে যার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসেবে জনাব _____কে নির্বাচন করা হয়েছে।

৫.২ নিম্নবর্ণিত পদাধিকারী ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেনঃ-

ব্যবস্থাপনা পরিষদ

নামঃ জনাব....., পদঃ
নামঃ জনাব....., পদঃ
নামঃ জনাব....., পদঃ
নামঃ জনাব....., পদঃ
নামঃ জনাব....., পদঃ
.....

৫.৩ ব্যবস্থাপনা পরিষদ বাস পরিচালনা সংশ্লিষ্ট সকল কাজের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ও দায়ী হবেন। সুষ্ঠুভাবে বাস পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল যেমন চালক, কন্ডাকটর, টিকিট বিক্রেতা, ফ্লিট ম্যানেজার, টার্মিনাল বা ডিপো ম্যানেজার, টিকেট পরিদর্শক ইত্যাদি নিয়োগ করবেন।

৫.৪ ব্যবস্থাপনা পরিষদ যাবতীয় আইনী ও নিয়ন্ত্রক শর্তাবলীর অধীনে পাইলটিং-এর দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। ব্যবস্থাপনা পরিষদ টিকিটের মাধ্যমে যাত্রীভাড়া আদায়, পরিচালন ব্যয় পরিশোধ এবং আনুপাতিক হারে সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করবেন।

৫.৫ প্রতিটি বাস স্টপেজে ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান ভাড়া আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। এই পদ্ধতির বাইরে পৃথকভাবে কোন ভাড়া আদায় করা যাবে না।

৫.৬ বাস সেবা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় ব্যাংক হিসাব থেকে পরিশোধিত হবে এবং অবশিষ্ট লাভ মালিকানার ভিত্তিতে সদস্যসমূহের মাঝে বন্টন করা হবে।

৫.৭ ব্যবস্থাপনা পরিষদ প্রতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনে বিশেষ বা বার্ষিক সভা আয়োজন করবেন। এ সকল সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৫.৮ ব্যবস্থাপনা পরিষদ সুষ্ঠুভাবে বাস পরিচালনার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

৫.৯ ব্যাংক হিসাবটি যৌথ উদ্যোগ চুক্তির পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) পরিচালনা করবেন এবং সকল প্রকার লেনদেন তার (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের আরেকজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে সম্পাদিত হবে। সকল ক্ষেত্রে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও)'র স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক হবে।

৫.১০ ব্যবস্থাপনা পরিষদ বাস পরিচালনা, আয়, ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে নিজেদের জন্য একটি গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রস্তুত করবেন।

৬) সদস্যগণের দায়িত্বাবলী

সদস্যগণ নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেঃ

- পাইলটিং-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যৌথ উদ্যোগ চুক্তির সদস্যগণ এই চুক্তির সকল শর্তাবলী মেনে চলবেন।
- দায়িত্ব সম্পাদনের পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ সদস্যগণ নিজেদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন।
- প্রত্যেক সদস্য নিজেদের অঙ্গীকার মোতাবেক চুক্তির মেয়াদকাল অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবেন।
- চুক্তিবদ্ধ কোন সদস্য, অপর সদস্যের ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য নয়।
- আদায়কৃত ভাড়া হতেই বাস পরিচালনার সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা হবে।
- ব্যবস্থাপনা পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সদস্য মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

৭) বাধ্যবাধকতা

যৌথ উদ্যোগ চুক্তিটি একচেটিয়াভাবে কোন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে না এবং কোন সদস্য অপর কোন একটি পক্ষের একমাত্র বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। প্রত্যেক সদস্য এই চুক্তির বাধ্যবাধকতা এমনরূপে পালন করবেন যেন, তারা প্রতেকে একে অপর কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত।

৮) মেয়াদ

স্বাক্ষরের তারিখ থেকে এই চুক্তি কার্যকর হবে এবং প্রাথমিকভাবে ১ বছরের জন্য তা বলবৎ থাকবে। বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির পূর্বানুমোদন ছাড়া এই চুক্তি বাতিল করা যাবে না।

৯) অবসান

কোনো সদস্য মেয়াদ পূর্তির অন্তত ত্রিশ দিন আগে লিখিত নোটিশ জমাদানের মাধ্যমে এই যৌথ উদ্যোগ থেকে তার অংশীদারিত্বের সমাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবেন। ব্যবস্থাপনা পরিষদ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবেন। এরূপ সিদ্ধান্ত বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি ও ডিটিসিএ-কে অবহিত করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, পাইলট বাস রুট পরিচালনা বিঘ্নিত হয় এমন আশঙ্কা থাকলে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির অনুমোদন ছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিষদ এরূপ অবসান এর সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না।

১০) দায়িত্ব হস্তান্তর

যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীনে চুক্তিবদ্ধ কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা পরিষদের অনুমতি ও কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে এই চুক্তির কোন অধিকার বা বাধ্যবাধকতা অর্পন, স্থানান্তর বা পরিহার করতে পারবে না। লিখিত সম্মতিপত্র ছাড়া অংশীদারীত্বে হস্তান্তরের যেকোন প্রচেষ্টা বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে সকল সদস্য এই মর্মে একমত যে, কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর উত্তরাধিকারীর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি ও ডিটিসিএ-কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

১১) সংশোধন

বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে এই চুক্তিতে কোন সংশোধনী আনা যাবে না। কোনো সংশোধনী আনতে হলে ব্যবস্থাপনা পরিষদ সকল সদস্যের স্বাক্ষরসহ ডিটিসিএ-র মাধ্যমে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির নিকট আবেদন করবেন। একই সাথে এই চুক্তির কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে নতুন করে সংশোধিত চুক্তির প্রয়োজন হবে না, কেবল সকলের স্বাক্ষরিত সংশোধনী মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২) কার্যকর তারিখ

_____ তারিখ থেকে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বলবৎ হবে।

১৩) আইনী কাঠামো

যৌথ উদ্যোগ চুক্তিটি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনী কাঠামোর অধীনে বিবেচিত ও পরিচালিত হবে।

১৪) শিরোনাম

এই যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীনস্থ যাবতীয় বিধানসমূহের শিরোনাম কেবলমাত্র পঠনের সুবিধার্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সদস্যসমূহের যৌথ উদ্যোগ চুক্তির কোন অংশ নয়।

১৫) মোক্তারনামা

এই যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সকল সদস্য যৌথ উদ্যোগের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও)-কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষার ক্ষমতা অর্পন করছে।

১৬) সালিশ ও আইনজীবীর খরচ

এই চুক্তি সংক্রান্ত কোন ধরনের মতানৈক্য, দাবি, বিবাদ, ইত্যাদি যদি উত্থাপিত বা সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত সালিশি আইনের অধীনে নিষ্পত্তি করা হবে। এক্ষেত্রে ডিটিসিএ আরবিট্রেটর হিসেবে বিবেচিত হবে।

আরবিট্রেটর এরূপ জটিলতা বা বিরোধ নিষ্পন্নের লক্ষ্যে আদেশ জারির ক্ষমতা রাখেন। আরবিট্রেটরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং সদস্যগণের জন্য তা মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক। এ জাতীয় বিরোধের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আরবিট্রেটরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যগণ ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তির সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ আইনী ব্যয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করবেন।

১৭) আর্থিক বিবরণী

যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীনে ব্যবস্থাপনা পরিষদ প্রচলিত আর্থিক কাঠামোর অধীনে যাবতীয় আর্থিক বিবরণী, নথি ও সংশ্লিষ্ট দলিল সংরক্ষণ করবে যা যৌথ উদ্যোগ চুক্তিবদ্ধ যেকোন সদস্য অবলোকনের অধিকার রাখে।

১৮) বিচ্ছিন্নতা (সিভিয়ারেবিলিটি)

যদি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান বা আদালত এই চুক্তির কোন শর্তকে রাষ্ট্র ও জনস্বার্থবিরোধী বলে চিহ্নিত করে এবং তা বলবৎযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে তা বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটিকে অবহিত করবেন।

১৯) গোপনীয়তা

যৌথ উদ্যোগ চূক্তির অধীনস্থ সকল সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে এবং চুক্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যা অপ্রকাশযোগ্য কিংবা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয় তা গোপন রাখবে। চুক্তিবদ্ধ সদস্যগণ কোন পরিস্থিতিতেই বিশেষ নির্দেশনা বা জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত চুক্তিতে তথ্যাদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

২০) কর পরিশোধ

চুক্তিবদ্ধ সদস্যগণ তাদের স্ব স্ব কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ। সদস্যসমূহের অন্যান্য বাণিজ্যক কার্যাবলীর সাথে যৌথ উদ্যোগ চুক্তির কর্মকাণ্ডের কোন সম্পর্ক থাকবে না। চুক্তিবদ্ধ সদস্যসমূহকে বাৎসরিক কর পরিশোধ সংক্রান্ত প্রমাণকসমূহ চাহিদা সাপেক্ষে যৌথ উদ্যোগ যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিল ও নথি সরবরাহ করবেন।

উপরিউক্ত তারিখে সদস্যগণ যৌথ উদ্যোগ চুক্তি যথাযথ প্রক্রিয়ায় কার্যকর করবার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

নাম, উপাধি তারিখ